যায়যায়দিন

2006

পৃষ্ঠা কলাম

শিক্ষক ধর্মঘট

রকার সমর্থকর
স্থগিত করেছে
রোধীরা করেনি

রিপোর্ট

কারি শিক্ষক-কর্মচারীদের দা
সরকারি ঘোষণার পর সরকা
শিক্ষক মোর্চাগুলো ধর্মঘট স্থগি
ও বিরোধী দল সমর্থক মোর্চাগুলে
রতে রাজি হয়নি। বিরোধী মোর্চা
া সরকারের ঘোষণাকে প্রহস
য়িত করে নিজেদের মধ্যে আলোচ
র্মঘটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক
। তারা এর আগ পর্যন্ত তা চালি
র ঘোষণা দিয়েছে। অন্যদিে
সমর্থক মোর্চার শিক্ষকরা আ
ক্লাসে ফিরে
র ঘোষণা দেন।

পৃ১৫ ক

সরকার সমর্থকরা স্থগি...

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সরকার সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, শিক্ষকদের বেতনের একশ' ভাগ দেয়ার দাবি মেনে নেয়ায় আমরা আর শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে রাখতে চাই না। এ জন্য সরকার ১০ দফার সব ক'টি মেনে না নিলেও আমরা ধর্মঘট স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সরকারি দল এখন তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণা দিলে আমরা তাদের সমর্থন দেবো। তিনি জানান, আজ সোমবার ঢাকা জেলা ও মহানগরী এবং আগামীকাল সব জেলা-উপজেলার শিক্ষকরা ক্লাসে ফিরে যাবেন।

সরকার সমর্থক আরেক অংশ ঐক্যজোটের সভাপতি প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম বলেন, সরকারের এ সিদ্ধান্তে আমরা খুশিও না, অখুশিও না। তবে বেতনের একশ' ভাগ দেয়ার ঘোষণা দিয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছে। তিনি বলেন, আগামী এক মাসের মধ্যে জনবল কাঠামো ও চাকরিবিধি সংশোধন করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমরা দাবি করেছি, তিনি তা মানার আশ্বাস দিয়েছেন বলেই ধর্মঘট এক মাসের জন্য স্থগিত করেছি।

বিরোধী দল সমর্থিত জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, সরকার তার প্রতিশ্রুতির খণ্ডিত অংশ পূরণ করেছে। সরকারি দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেতনের ১০ শতাংশ দেয়ার কথা থাকলেও কেন প্রতিশ্রুতি পূরণে আমাদের আন্দোলনে বাধ্য করা হলো– সরকারকে এর ব্যাখ্যা দিতে হবে। তিনি জানান, সরকার অন্যান্য দাবি পূরণ না করায় ফ্রন্ট ধর্মঘট অব্যাহত রাখবে। আগামীকাল প্রতিনিধি সভা করে সর্বশেষ পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও আন্দোলন-পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের অন্যতম আহ্বায়ক শাহজাহান আলম সাজু বলেন, একশ' ভাগ বেতন দেয়ার জন্য সরকারের শর্ত জুড়ে দেয়ার বিষয়টি কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এটা আসলে সরকারের প্রহসন। এজন্য আমরা ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগামী ৯ আগস্টের মহাসমাবেশে আন্দোলন-পরবর্তী ঘোষণা দেয়া হবে। ঐক্য পরিষদ গতকাল মুক্তাঙ্গনে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতারা বলেন, ১৭ দফা দাবি পূরণের কোনো ঘোষণা না দিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন সরকারি তহবিলে জমা দেয়ার শর্ত কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। সব শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে দাবি মানার কথা দিলেও শিক্ষামন্ত্রী একটি বিশেষ সংগঠনের মঞ্চে এসে প্রহসনমূলক ঘোষণা দিয়েছেন। সমাবেশ থেকে আগামী ৯ আগস্ট মহাসমাবেশ পর্যন্ত ধর্মঘটসহ সব কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়।